47

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 25 JUL 1994
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৫

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কতিপয় ব্যক্তি, কিছু শিক্ষক ও দালাল জড়িত

# ঢাকার সরকারী ল্যাবরেটরি স্কুলে ভর্তি নিয়ে অর্ধ কোটি টাকা অবৈধ আদায়ের অভিযোগ

মাসুদ কামাল

ঢাকার সরকারী ল্যাবরেটরি স্কুলে অবৈধভাবে ছাত্র ভর্তিকে কেন্দ্র করে প্রায় অর্ধকোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ পাওয়া গেছে। বিরাট অংকের অর্থের বিনিময়ে শুধুমাত্র প্রথম শ্রেণীতেই অনিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ভর্তি করা হয়েছে দেড় শতাধিক ছাত্র। স্কুলের প্রধান শিক্ষক অতিরিক্ত ছাত্র ভর্তির কথা স্বীকার করেছেন। বলেছেন, উৎকোচ নয়, মন্ত্রী-এমপিদের চাপে এ কাজ করেছি। বিক্ষুব্ধ অভিভাবকরা এ ব্যাপারে মামলা দায়ের করে দিয়েছে দুর্নীতি দমন বিভাগে।

দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এ স্কুলটিতে এবার ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় গত ৮ জানুয়ারি। প্রথম শ্রেণীর দু'টি শাখায় সর্বোচ্চ দু'শ' ছাত্র ভর্তি করা হবে বলে আগেই পত্রিকায় ঘোষণা দেয়া হয়। প্রায় দশ হাজারের মতো প্রার্থী থেকে পরীক্ষার মাধ্যমে বাছাই করে প্রভাতী ও দিবা এই দুই শাখায় এক শ' করে ছাত্র নির্বাচন করা হয়। ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় গত ১৬ জানুয়ারি। এরপর গত কয়েক মাস ধরে বিভিন্ন উপায়ে কমপক্ষে প্রভাতী শাখায় আরও ৭৪ জন এবং দিবা শাখায় আরও ৯২ জন ছাত্রকে ভর্তি করা হয়।

(শেষ পৃষ্ঠা ৪ কঃ দেখুন)

## ঢাকার সরকারী

(প্রথম পাতার পর)

নিয়মের বাইরে অতিরিক্ত এই দেড় শতাধিক ছাত্রকে ভর্তি করায় অভিভাবকদের মধ্যে সৃষ্টি হয় বিরূপ প্রতিক্রিয়ার। স্কুলের শিক্ষকদের একটা বড় অংশও হন বিক্ষুব্ধ। একটি সূত্র জানায়, অবৈধভাবে ভর্তি করা প্রতিটি ছাত্রের অভিভাবকের কাছ থেকে ত্রিশ থেকে ষাট হাজার টাকা পর্যন্ত উৎকোচ নেয়া হয়েছে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কতিপয় শিক্ষক, দালাল, সরকার দলীয় মস্তান– এরা পেয়েছে এ টাকার ভাগ। প্রতিবছরই এ স্কুলের রেজাল্ট অত্যন্ত ভাল হয় বলে অনেক অভিভাবকই উক্ত অর্থ দিতে তেমন আপত্তি করেননি।

কিন্তু বিপরীত দিকে যে সমস্ত অভিভাবক ল্যাবরেটরি স্কুলে নিজেদের সন্তানকে ভর্তি করাতে কঠোর প্রস্তুতি গ্রহণ করিয়েছিলেন তাঁরা হতাশ হয়েছেন। একজন অভিভাবক জানান, তাঁর ছেলেকে এ স্কুলে ভর্তি করাতে স্কুলেরই একজন শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে চার মাস প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। ভর্তি পরীক্ষায় ৯০ নম্বর পেয়েও তাঁর ছেলে ভর্তি হতে পারেনি। অথচ পরবর্তীতে চোরাপথে মাত্র নয় নম্বর পাওয়া ছেলেও ভর্তি হয়েছে বলে তিনি জানতে পেরেছেন। ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নেয়নি এমন অনেক ছাত্রও এভাবে ভর্তি হয়েছে।

এ ব্যাপারে স্কুলের প্রধান শিক্ষক জহিরুল হকের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, "মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, এমপিসহ প্রভাবশালী মহলের চাপে অতিরিক্ত ছাত্র ভর্তি করতে হয়েছে। তাছাড়া দেশে এখন এমনিতেই ভাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাব। আমরা যদি কষ্ট করে বেশি ছাত্রদের সুযোগ দিতে পারি তাতে অসুবিধা কোথায়?" তাহলে শুরুতেই কেন প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বাড়তি ছাত্র ভর্তি করা হলো না– এ প্রশ্ন করলে তিনি কোন জবাব দিতে অস্বীকৃতি জানান। তবে তিনি কোন প্রকার আর্থিক লেনদেনের কথা অস্বীকার করেন। বলেন, "যে ক'জনকে ভর্তি করা হয়েছে কারও না কারও সুপারিশেই হয়েছে।"

একটি সূত্রের মতে, মন্ত্রী, এমপি বা প্রভাবশালী ব্যক্তির সুপারিশে যে কিছু ছাত্র ভর্তি হয়নি তা নয়। তবে সিংহভাগই হয়েছে কতিপয় শিক্ষকের যোগসাজশে। এমনকি দুর্নীতি দমন বিভাগের তদন্তের সময়ও সংশ্লিষ্ট শিক্ষকরা সুপারিশ সংক্রান্ত তেমন কিছু কাগজপত্র দেখাতে পারেননি। প্রাপ্ত অর্থের কিছু ভাগ মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন স্তর পর্যন্ত পৌঁছেছে বলেও অভিযোগ রয়েছে।

শিক্ষকদের একটি অংশের মতে, এভাবে ছাত্র ভর্তি করায় বাইরে স্কুলের ভাবমূর্তি দারুণভাবে ক্ষুণ্ন হয়েছে। সীমিত পরিসরে এক শ' জনের জায়গায় দুই শ' জনের ক্লাস নিতে যেয়ে সৃষ্টি হচ্ছে বিশৃঙ্খলার। আশি-নব্বই নম্বর পেয়েও যারা ভর্তি হতে পারেনি তাদের অভিভাবকরা প্রতিদিনই অভিযোগ নিয়ে আসছেন। এর মাঝে বিক্ষুব্ধ অভিভাবকরা একবার প্রধান শিক্ষকের অফিস ঘেরাও করেছিলেন বলেও জানা গেছে।

শিক্ষকদের আর একটি মহল জানায়, এ ধরনের অনিয়ম এবারই প্রথম নয়। গত বছরও এ প্রক্রিয়ায় প্রায় ৩৪ লাখ টাকা উঠেছিল বলে অভিযোগ রয়েছে। প্রধান শিক্ষক সাহেবের চাকরির মেয়াদ এ বছরের ডিসেম্বরেই শেষ হয়ে যাচ্ছে। একজন শিক্ষক প্রশ্ন করেন– প্রধান শিক্ষকের বিপুল সম্পদের হিসাব নিলেই তাঁর অবৈধ আয়ের উৎস ধরা পড়বে। এ ধরনের একটি সরকারী চাকরি করে কয়েক লাখ টাকা মূল্যের কার্গোর মালিক তিনি কিভাবে হন– সেটাও একটা প্রশ্ন।

শিক্ষকদের অপর একটি অংশের মধ্যে এর বিপরীত মতও আছে। তাঁরা জানান, শিক্ষামন্ত্রীর নিকটাত্মীয়ের নেতৃত্বাধীন শিক্ষক সমিতির কতিপয় শিক্ষক ঘটাচ্ছে এসব অপকর্ম। ক্ষমতার দাপটের কাছে প্রধান শিক্ষককে অসহায় হয়ে থাকতে হচ্ছে। প্রধান শিক্ষককে সরাতেই তারা তাঁর বিরুদ্ধে অপবাদ রটাচ্ছে।

এদিকে অভিভাবক মহল এই ভর্তি ঘাপলা ছাড়াও আরও অনেক বিষয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষের প্রতি ক্ষুব্ধ। এক জন জানান– সম্প্রতি এক শিক্ষকের বিদায় সংবর্ধনা দিতে ছাত্রদের কাছ থেকে ত্রিশ থেকে পঞ্চাশ টাকা করে চাঁদা নেয়া হয়েছে। এভাবে প্রায় ৯৫ হাজার টাকা উঠেছে। সরকারী কর্মকর্তার বিদায়ে এ ধরনের চাঁদা উঠানোর বৈধতা নিয়েও তিনি প্রশ্ন তুলেছেন।

পর্যবেক্ষক মহলের মতে, বাংলাদেশের সরকারী-বেসরকারী নামকরা বিভিন্ন স্কুল ও কলেজে এ ধরনের অসংখ্য ঘটনা অহরহ ঘটছে। বিষয়গুলো ওপেনসিক্রেট হলেও আজও এর কোন ধরনের প্রতিকার দেখা যায়নি।